জাতীয় সম্মেলন

স্মরণিকা

'৯১

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের
পক্ষ হ'তে প্রদত্ত
সৌজন্য সংখ্যা

বাংলাদেশ
আহলেহাদীছ
যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

জাতীয় সম্মেলন '৯১
ও তাবলীগী ইজতেমা

সম্পাদনায় ঃ
শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম
এস, এম, মাসঊদ বিন ইসহাক

প্রকাশ কাল ঃ
শাওয়াল, ১৪১১ হিজরী
বৈশাখ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ
এপ্রিল, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ
হাদিয়া : আট টাকা মাত্র।

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা)
রাণীবাজার, রাজশাহী—৬১০০।

মুদ্রণে :— ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট ও পপুলার প্রেস
রাণীবাজার, রাজশাহী—৬১০০।

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। সম্পাদকীয় ।।

যাঁর অপার মেহেরবাণীতে এই স্মরণিকা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আর আমরা কামনা করছি 'মাকামে মাহমুদ' বা বেহেশ্‌তের সর্বোচ্চ স্থান তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দা, যার আদর্শকে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সর্বস্তরে সমুন্নত রাখার জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কর্মী ও উপদেষ্টাগণ জীবন বাজী রেখে আন্দোলন করে যাচ্ছেন ; সেই সর্বশেষ নবী, রাহমাতুললিল আলামীন মুহাম্মাদ মুস্তফা (ছাঃ) এর জন্য।

এদেশে যখন আহলেহাদীছ যুবকদের যুবঅংগনে কাজ করার কোন প্লাটফরম ছিল না, তখন আমরা ছিলাম অন্যান্য ভ্রান্ত যুব আন্দোলনের কর্মী। ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমরা ঘরে ফিরতে শুরু করলাম। কিন্তু পরবর্তীতে শুরু হ'ল আমাদেরকে পুনরায় ঘরছাড়া করার নীল নক্সা। চলল আমাদের উপর যুলম ও নির্যাতন। জনমনে আমাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হল বক্তৃতা ও বই-পত্রিকার মাধ্যমে। আমরা আশা করি পাঠক পাঠিকার ভ্রান্ত ধারণা (যদি থাকে) দূর হবে যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' শিরোনামে তথ্যবহুল লেখা দু'টির মাধ্যমে।

সাধ ছিল অনেক কিন্তু সাধ্য হ'লনা মনের মত করে সাজানোর কেবল অর্থ সংকটের কারণে। যেসব ভাই ও বোনেরা যথাসময়ে লেখা পাঠিয়ে স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। এবং যেসব ভাইদের লেখা আমরা ছাপাতে পারিনি তারা যেন নিরাশ না হন। ইন্‌শাআল্লাহ আগামীতে আমাদের পরিকল্পনা রইল। সফলতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কঠিন অধ্যাবসায়ের কোন বিকল্প নেই। যুবসংঘ ও মহিলা সংস্থার সকল পর্যায়ের ভাই ও বোনের প্রতি আমাদের সেই আবেদন রইল।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন !!

— ০ —

www.ahlehadeethbd.org

বাণী

শতফুল ফুটতে দাও - এই আবেদন নিয়ে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের যে পদযাত্রা ১৯৭৮ সালে শুরু হয়েছিল —এক যুগ পরে আজ তার জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা '৯১ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। গোলাপের কলির মত নতুন প্রতিভা-গুলির যে সংযোজন এতে ঘটেছে তা প্রস্ফুটিত গোলাপের মত আগামী দিনে সমাজকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্বর্গীয় সুরভিতে ভরে তুলুক - এই দু'আ করি - আমীন !!

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রতিষ্ঠাতা

ও

আমীর, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা।

বাণী

মহান আল্লাহ তা'লার মেহের বাণীতে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে এ স্মরণিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়ায় আল্লাহর দরবারে আন্তরিক শুক-রিয়া জ্ঞাপন করছি।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রধান উৎস আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অর এজন্য আমাদের বাচনভঙ্গী যেমন থাকবে এ দু'টি জিনিষকে কেন্দ্র করে তদ্রুপ আমাদের লেখনীও থাকতে হবে এ দু'টিকে ঘিরে। তাই এ স্মরণিকা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন গোষ্ঠি-গত আন্দোলন নয় কিংবা কোন পণ্ডিত, দরবেশ বা কোন পীরের চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেও গড়ে ওঠেনি। তাই জাগ্রত জনসমাজের কাছে আমাদের আহ্বান— আসুন! সকল ভেদাভেদ, সংকীর্ণ মনোভাব এবং যে কোন ধরণের গোড়ামী পরিহার করি এবং আল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ ও প্রচার করি।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের এ তওফীক দান করুন! আমীন!

মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক,

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

www.ahlehadeethbd.org

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

(১৯৭৮—১৯৯১ ইং)

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহবান জানিয়ে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার ৭৮নং উত্তর যাত্রাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক যুব সম্মেলনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' পথযাত্রা শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৎকালীন ছাত্র জনাব মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিবের আন্তরিক উদ্যোগ ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মৌলভী আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি ও মাওলানা আবদুস সামাদ (কুমিল্লা)। ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লাসমূহ হ'তে অনেক যুবক ও মুরব্বিয়ান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ'তে ছাত্রগণ এতে যোগদান করেন। শুরু হ'ল আহলেহাদীছ যুবক ও ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ জেহাদী কাফেলার দৃপ্ত পদচারণা। দেশের সকল পর্যায়ের আহলেহাদীছ বিদ্বান ও ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হ'তে এবং বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের আহলেহাদীছ জনগণের তরফ হ'তে মিল্‌ল এর পক্ষে অকুণ্ঠ জনসমর্থন আহ্‌লান সাহ্‌লান।

ইতিপূর্বে খুলনা সিটি কলেজে বি, এ ক্লাশে ছাত্র থাকা অবস্থায় জনাব আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৭৪ সালের ৫ই মে তারিখে ৬৯, আপার খান জাহান আলী রোড খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে "আন্‌জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ" নামে সর্ব প্রথম আহলেহাদীছ যুব সংগঠন কায়েম করেন। তখন তাঁর প্রধান সাথী ছিলেন মৌলভী নাছীরুদ্দীন, আনীসুর রহমান ফারুকী, মাসউদ বিন ইসহাক, মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন প্রমুখ। কিন্তু ফারসী ও আরবী নামের ধাধা ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তবুও ১৯৭৮ সালে "বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ" নামকরণ

www.ahlehadeethbd.org

করা হ'লেও আরবীতে "জমঈয়তে শুব্বানে আহলেহাদীছ" নাম বহাল রাখা হয় —যা আজও আছে। মাঝে ১৯৮৫ সালে একবার বাংলা নামটিই আরবী ও ইংরেজীতে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরে ১৯৮৯ সালে পূর্বের ন্যায় উভয় নাম বহাল করা হয়। যেমন Bangladesh Nationalist Party (B.N.P.) ইংরেজী নামের সাথে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' নামটিও চালু আছে।

অন্যান্য সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠন যেভাবে ছাত্র ও যুব অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের দলীয় আদর্শের প্রসার ঘটাচ্ছে, জমঈয়তে আহলেহাদীছেরও একটা যুব সংগঠন থাকা উচিৎ। যারা বিশেষ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার ঘটাবে—এই সহজ-সরল চিন্তা নিয়েই "বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ" গঠিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে রাজশাহী এসে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও সহ-সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেই তাঁদের নির্দেশ মতে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে এর উদ্বোধন করা হয়। জমঈয়ত-মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাতে তা ফলাও করে প্রচারও করা হয়। ধারনা হয়েছিল নেতাদের এই সমর্থন হয়তবা তাঁদের আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু অচিরেই এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হ'ল।

যুবসংঘ গঠনের তিন মাসের মধ্যেই জনাব গালিব সাহেবের নেতৃত্বে ঢাকার মহল্লায় মহল্লায় ও রাজপথে আহলেহাদীছ যুবসংঘের ব্যানার নিয়ে বর্মী উদ্বাস্তু মুসলিম ভাইদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং ১২ সদস্যের একটি টীম গালিব সাহেবের সাথে টেকনাফ রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানে বার দিনব্যাপী নিরলস ভাবে ত্রাণকার্য্য পরিচালনা, চট্টগ্রামের দৈনিক "আজাদী" পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে আহলেহাদীছ যুবসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, প্রতিদিন বাদ মাগরিব বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরের মসজিদে হিম্মতহারা বর্মী ভাইদের মাঝে উর্দুতে গালিব সাহেবের জেহাদী বক্তৃতা ও অকুণ্ঠ সেবা প্রদান প্রভৃতির ফলে সকল মহলে আহলেহাদীছ যুবসংঘ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। একই সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের 'ইসলাম ধর্ম' শিক্ষা বইয়ের বিরুদ্ধে যুবসংঘের দীর্ঘ আড়াই বছরের সংগ্রামের সূচনা হয় এবং অবশেষে '৮.-এর জুন সংস্করণে যুবসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রধান দু'টি বিষয় সংশোধিত হয়। এর পরে আসে ১৯৮০ সাল। এই সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ছিল বাংলাদেশে আহলেহাদীছ

www.ahlehadeethbd.org

আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন আহলেহাদীছ যুবসংঘের ১ম জাতীয় সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে ও পরদিন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হলে। ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লার বাইরে আহলেহাদীছদের এ ধরনের কোন প্রকাশ্য সম্মেলন ইতিপূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ভেবেছিলাম যুবসংঘের এই কর্মচাঞ্চল্যে আর কেউ না হোক মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি সব চাইতে বেশী খুশী হবেন। কিন্তু হ'ল তার উল্টা। বহু তোষামোদের পর তিনি প্রথম দিনের সম্মেলন উদ্বোধন করেন ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই সম্মেলনস্থল ত্যাগ করেন সহ-সভাপতি ডঃ আফতাব আহমদ রহমানীকে তাঁর স্থানে বসিয়ে রেখে। পরদিন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে জনাব গালিব সাহেবের পঠিত 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক লিখিত প্রবন্ধ যখন উপস্থিত সুধীমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রসংশিত হয় ও তা আরবী, ইংরেজী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করে ব্যাপকহারে বিলি করার প্রস্তাব করা হয়, তখনও সেমিনারের সভাপতি মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির কৃতায় আমরা এ প্রসঙ্গে উৎসাহ মূলক কিছুই শুনতে পাইনি। সে বক্তৃতার ক্যাসেট আজও রয়েছে। বলা বাহুল্য সম্মেলন ও সেমিনারে ব্যাপকহারে যুব ও সুধী সমাবেশ এবং পরিশেষে ঢাকার রাজপথে ট্রাক মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগান ধ্বনি ও বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদে 'আমীন'-এর আওয়ায রাজধানীর বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যেন নতুন প্রাণ দান করেছিল। যুবসংঘের মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে অর্জিত এই বিরাট সাফল্যে সকলেই যখন খুশীতে বাগবাগ, একজন মানুষের চেহারায় তখন কুঞ্চিত রেখা। তৈরী হ'ল নীল নক্সা। শুরু হ'ল পরীক্ষার পালা। সূচিত হ'ল একের পর এক অত্যাচার ও যুলমের কালো অধ্যায়। যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে জমঈয়ত-পরিচালিত ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদ্‌রাসার মুহতামিম পদ হ'তে বহিষ্কার করা হ'ল ১৯৮০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে। পরে তাঁর প্রিয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিযুর রহমানের আন্তরিক চেষ্টায় ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্‌ষ্টিটিউটে আধুনিক আরবীর খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু আশ্রয়ের জন্য তিনি পুনরায় ছুটে যান তার ফেলে আসা প্রিয় কর্মস্থল যাত্রাবাড়ীতে। এবারে আর মাদ্‌রাসা নয় বরং মসজিদের ইমামের কোয়ার্টারে। কিন্তু না, এখানেও রেহাই নেই। দু'মাস যেতে না যেতেই ডিসেম্বরের ২ তারিখে তিনি

www.ahlehadeethbd.org

ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হ'লেন। চলে এলেন সোজা রাজশাহীতে ১৪ মাস পূর্বে ডঃ মুজিবুর রহমানের লিখিত একটি চিঠির সূত্র ধরে এবং তৎকালীন আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব ডঃ আফতাব আহমদ রহমানীর আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে। ১০ই ডিসেম্বরে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের একটি ছুটিজনিত শূন্যপদে অস্থায়ী প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন।

জমঈয়ত নেতা ভেবেছিলেন কেন্দ্রচ্যুত গালিব অপরিচিত স্থানে এসে আন্দোলন বন্ধ করে দেবে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি যার একমাত্র কাম্য, ব্যক্তির অসন্তুষ্টি তাকে কি করতে পারে? ঢাকাতে কেন্দ্র রেখেই আন্দোলন চলতে থাক্‌ল। যুবসংঘের যুগ্ম আহবায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটি (শিক্ষক, মাদ্‌রাসাতুল হাদীছ ঢাকা) কেন্দ্রের হাল ধরে রাখলেন। পরে ১৯৮৪ সালের ৪ঠা মে তারিখে রাজশাহীর বর্তমান ঠিকানায় কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়।

১৯৮১ সালের ১লা নভেম্বরে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যুবসংঘকে জমঈয়তের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দানের জন্য যুবসংঘের পক্ষ হ'তে আনুষ্ঠানিক ভাবে লিখিত আবেদন পেশ করা হয়। মাওলানা আবদুস সামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল, অধ্যাপক আবদুল গনী (জামালপুর) প্রমুখ যুবসংঘের আবেদনের পক্ষে যোরালো বক্তব্য রাখেন। কিন্তু অবশেষে সব প্রচেষ্টা বর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এ অবস্থাই ঘটেছিল ১৯৬৬ সালে গঠিত 'আহলেহাদীছ ছাত্র পরিষদের' ভাগ্যে। জমঈয়তের তৎকালীন খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের আন্তরিক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও জমঈয়ত-সভাপতির বৈরী আচরণে তারা বেশীদিন কাজ করতে পারেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র মাওলানা সাইফুল ইসলাম (রংপুর), (ইঞ্জিনিয়ার) আবদুল মতীন (গাইবান্ধা), ঢাকা আলিয়া মাদরাসার কৃতি ছাত্র হাফেজ মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াবী (কলিকাতা) প্রমুখ ছিলেন এ ছাত্র সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (গোদাগাড়ী, রাজশাহী), ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র মাওলানা মুসলিম (দিনাজপুর) ও আশরাফুয্‌যামান (চাপাই নবাবগঞ্জ) প্রমুখদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে 'আন্‌জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ'। কিন্তু কয়মাস যেতে না যেতেই জমঈয়ত সভাপতির শ্যেনদৃষ্টিতে এটাও শেষ হ'য়ে যায়।

www.ahlehadeethbd.org

এই তিনজন ছাত্র নেতাই পরে জামা'আতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনে যোগ দেন এবং ছাত্র জীবন শেষে এ দের দু জন বর্তমানে জামা'আতে ইসলামীর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য মাওলানা মুসলিম এক সময় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে-হাদীছের কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদে বরিত হন। কিন্তু ১৯৮৯ সালের ১৫ই জুন তারিখে বহিষ্কৃত হন।

আহলেহাদীছ ছেলেরা অন্যান্য বাতিল সংগঠনে মিশে আন্দোলন করুক, তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বিলীন হ'য়ে যাক, তাতে জমঈয়ত সভাপতির মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু নিজস্ব আহলেহাদীছ সংগঠনের নাম নিয়ে কাজ করুক, সেখানেই তাঁর যত আপত্তি। মজার কথা এই যে, প্রথমে তিনি সকলকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেন ও মিষ্টি কথার বাণী শুনান কিন্তু পরেই শুরু করেন চক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কুটনীতিতে অভিজ্ঞ জমঈয়ত নেতা ভাল করেই ছাত্রজীবনের উচ্ছাস কাজে লাগাতে সিদ্ধ হস্ত। তাই আহলেহাদীছ ছাত্রদের প্রাথমিক উচ্ছাসকে স্বাগত জানিয়ে তাদেরকে আসমানে উঠান ও পরে মাটিতে আছড়ে ফেলে শেষ করে দেন। কোন একটি ছেলেকে সত্যিকারের আন্দোলনমুখী আহলেহাদীছ হিসাবে গড়ে তোলার কোন নযীর তিনি সৃষ্টি করতে পারেননি। যারা নিজস্ব প্রতিভাবলে এগিয়ে এসেছে, তাদেরকে তিনি ধাক্কিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন বহুদূরে। তাদের জীবনের মোড় হয়তবা ঘুরে গিয়ে অন্য আন্দোলনের সাথে মিশে গেছে, নয়তবা কোন একটি অফিসের চার দেয়ালের মাঝে তারা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। এই ভাবে তাঁর বিগত ৩২ বৎসরের সভাপতিত্ব কালে কত মহতী উদ্যোগকেই যে তিনি ধ্বংস করেছেন, তার হিসাব কে রাখে? আজ বলতে গেলে সম্ভাবনাময় অধিকাংশ আহলেহাদীছ আলেমই জামঈয়তের বাইরে অথবা জমঈয়তের ব্যাপারে নিরাসক্ত। বহু অমূল্য প্রতিভা আমাদের চলে গেলেন। কিন্তু জমঈয়ত তাঁদের কাছ থেকে কোনই খিদমত নিতে পারল না। আজ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও ছিহাহ সিত্তাহ্‌র তরজমা এমনকি একটা পূর্ণাংগ নাবায শিক্ষা ও জমঈয়তের কাছ থেকে আমরা পাইনি। 'তর্জুমানুল হাদীছ' মাসিক মুখপত্র সেই যে পাকিস্তান আমলে বন্ধ হ'ল, আর মুখ খুললো না। যাক ওসব কথা।

'আহলেহাদীছ ছাত্রপরিষদ' ও 'আন্‌জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছের' ভাগ্যে যা ঘটেছিল, আহলেহাদীছ যুবসংঘের ভাগ্যেও তাই ঘটানোর জন্য জমঈয়ত-সভাপতির চক্রান্ত শুরু হ'ল

www.ahlehadeethbd.org

'৮০ সালের ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলন থেকেই। তিনি ভাবলেন গালিবকে ধ্বংস করতে পারলে 'যুবসংঘ' কে খতম করা যাবে। তাই তাঁর সমস্ত চক্রান্ত প্রথমে গালিব সাহেবের বিরুদ্ধেই চলতে থাকল- যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। সাথে সাথে তিনি যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের মধ্যে বিভক্তির চেষ্টা চালালেন। কিছুটা সফলও হলেন। এদের মধ্য থেকেই দুজনকে নিয়ে তিনি ঢাকায় 'শুব্বানে আহলেহাদীছ" গঠন করলেন ১৯৮৯ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে। অনেককে ঢাকায় যাওয়া আসার খরচ দিয়ে দুদিন বিরাণী খাইয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রদূতদের ডেকে নিয়ে সাপ্তাহিক আরাফাতে বিরাট ঢাকঢোল পিটিয়ে 'শুব্বান আহলেহাদীছ কনভেনশন'-(?) এর মাধ্যমে তিনি নূতন একটি যুবসংগঠন খাড়া করলেন। যুবকদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিলেন। সাথে সাথে জামা'আতকেও বিভক্ত করলেন। ইন্না লিল্লাহে - ... । যদিও আন্তরিকভাবে তিনি সর্বদাই যুবসংগঠনের বিরোধী— যা ইতিপূর্বে তাঁর কাজেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এখন যুবসংঘকে খতম করার দুরভিসন্ধি নিয়েই তিনি ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই কোনরূপ কারণ প্রদর্শন ছাড়াই যুবসংঘের সাথে প্রথম জমঈয়তের 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করেন ও পরে ২৮শে নভেম্বর পৃথকভাবে 'শুব্বান' গঠন করেন। আরাফাতের পৃষ্ঠায় প্রচারণা ছাড়া এবং 'যুবসংঘ'ও তার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে গীবত গাওয়া ছাড়া ময়দানে যার কোন আন্দোলনী অস্তিত্ব নেই। অন্যেরা ফের্কাবন্দী করলে আমরা নিন্দা করি কিন্তু জমঈয়তের নামে নিজেরা ফের্কাবন্দী করলে জামা'আতকে বিভক্ত করলে কোন দোষ নেই। Divide and Rule-এর পলিসি চালিয়ে নিজের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার এই সর্বশেষ কৌশলই এখন জমাঈয়ত-সভাপতির বার্ধক্যের হাতিয়ার। ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাইকে তাই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে 'কালোদিবস' বলে মনে করে। এ দিনেই জমাঈয়ত ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় জামা'আতকে বিভক্তকারী উপরোক্ত হঠকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও বাপ-বেটার মধ্যে সম্পর্কহীনতা ঘোষণাকারী এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত আন্দোলনের সাথে সম্পর্কহীন কিছু ব্যক্তি ছাড়া আর কারু কাছে সমাদৃত হয়নি। যারা অন্য আন্দোলনের সাথে জড়িত, যাদের ছেলেরা অন্য দলীয় আদর্শের শ্লোগান-মিছিলে ব্যতিব্যস্ত, তাদের জন্য যুবসংঘ বা শুব্বানে কি যায় আসে? তারা তো বড় গাছে নৌকা বেঁধেই খালাস। বড় হুজুরের জয়গান করেই তারা ঐক্যের ঠিকাদারী নিতে চান। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'

www.ahlehadeethbd.org

সর্বদা যুবসমাজকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে আহ্বান জানিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে সকল প্রকার বাতিল মতাদর্শ ত্যাগ করে নির্ভেজাল আহলে হাদীছ হিসাবে গড়ে ওঠার কর্মসূচী দিয়েছে তারা কখনোই যুবসমাজকে অন্যায় ও যুলমের দিকে উৎসাহিত করেনি বিভক্তি ও অনৈক্যের জন্য প্ররোচিত করেনি। মাননীয় জমঈয়ত-সভাপতিকে তারা সর্বদা প্রধান উপদেষ্টার মর্যাদা দিয়ে এসেছে। সেমতে ১৯৮৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত যুবসংঘের ৫ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে নব নির্বাচিত কর্মপরিষদ ও কাউন্সিলারদেরকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তিনি নিজে শপথ বাক্য পাঠ করান – যার ক্যাসেট আজও রয়েছে। আরাফাতে রিপোর্টও রয়েছে। তবুও হঠাৎ ২৯শে জুলাইতে তিনি যুবসংঘের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ বা গণ্ডগোল ছাড়াই জামা-আতকে বিভক্তকারী এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে জামা'-আতের খ্যাতনামা আলেম ও বাগ্মী খুলনা বাগেরহাট জেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের মাননীয় সভাপতি জনাব মাওলানা আবদুর রউফ সরাসরি মাননীয় জমঈয়ত সভাপতিকে লেখা এক চিঠিতে বলেন— 'আহলেহাদীছ যুব শক্তিকে বিভক্তিকরণ গীবতের চাইতেও ঘৃণ্য মিল্লাত বিধ্বংসী অপরাধ ... আপনি যুবসংঘের উপরে প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ হয়ে নতুন করে যুবদল তৈরীর চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। এই দলাদলি করার অধিকার কুরআনের কোন আয়াত বা কোন মরফু মুত্তাসিল হাদীছ আপনাকে দিয়েছে? ..."

অমনিভাবে একই জমঈয়তের সহ সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা বি, এল, সরকারী কলেজের হিসাব বিজ্ঞানের প্রভাষক জনাব সৈয়দ আনোয়ারুল ইসলাম অনুরূপ এক চিঠিতে বলেন— "১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই পর্যন্ত 'যুবসংঘ' ছিল আহলেহাদীছদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন। জমঈয়তের নেতারাই ছিলেন যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা। হঠাৎ করে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই বা কোন লিখিত বা সাংগঠনিক অভিযোগ ছাড়াই 'জমঈয়ত' যুবসংঘের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে নতুন সংগঠন তৈরীতে মনোনিবেশ করল। আজকে ('শুব্বান' নামে) যুবকদের যে সংগঠনটি তৈরী করা হচ্ছে, তার আকীদা ও আমল কি যুবসংঘের আকীদা ও আমলের বিপরীত? তা না হলে কেন নতুন সংগঠন? এই কি কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহীহ হাদীছের নির্দেশ?"... "কোন কর্মী কোন অন্যায় করলে তার বিচার হবে কিন্তু তাই বলে জামা'আতকে

www.ahlehadeethbd.org

বিভক্ত করা চলে না। জমঈয়ত নেতা তাই করেছেন। জামা'আতের অবিসংবাদিত নেতা (?) হবার দাবীদার হিসাবে কেয়ামতের মাঠে তা'কে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকটে এর কৈফিয়ত দিতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি তরুণ সমাজ যেভাবে এগিয়ে আসছিল, তার চেয়ে বিগুণ গতিতে তারা এখন পিছিয়ে যাবে। এর জন্যে দায়ী হবে কে?

৩০/৪৮ সংখ্যা আরাফাতে জমঈয়তের এই সিদ্ধান্ত পাঠ করে যুবসংঘের দায়িত্বশীলগণ হতবাক হয়ে যান। তারা এ ব্যাপারে সুষ্ঠ সিদ্ধান্তে আসার জন্যে কাউন্সিল সম্মেলন ডাকেন। অতঃপর কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সকল সদস্য একত্রে ঢাকায় গিয়ে ১৯শে নভেম্বর তারিখে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু যদিও অহমিকার কাছে তাদের সেই আন্তরিক উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঐক্য প্রচেষ্টায় বিফল হ'য়ে আহলেহাদীছ যুবসংঘ অবশেষে পূর্বের ন্যায় তাদের সাংগঠনিক কার্য্যক্রম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যা বর্তমানে ও অব্যাহত রয়েছে। যদিও পথ কাটা বিছানো দেখে সুবিধাবাদী অনেক কর্মী ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছেন, অনেকে টোপ গিলেছেন। আবার অনেক তাযা কর্মী পিছন কাতার থেকে সামনে এসে গেছেন। আগুনে পুড়ে অনেকে খাঁটি হয়েছেন। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

জামা'আতকে বিভক্ত করার সাথে সাথে যুবসংঘ ও তার উপদেষ্টাদের উপরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় যুলম ও নির্যাতন প্রথমে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা শায়খ আবদুল মতীন সালাফীর মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করা হ'ল। সবাই জানেন তিনি সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের কোন ক্ষোভ থাকার কথা নয়। অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা শায়খ আবদুস সামাদ সালাফী বিগত তিন বছরে কতদিন রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসায় ক্লাস কামাই করেছেন ঢাকা থেকে তার হিসাব চেয়ে পাঠান হ'ল। অবশেষে তাঁকে মাদ্রাসার সেক্রেটারী কর্তৃক শোকজ করিয়ে মাদ্রাসা ছাড়তে বাধ্য করা হ'ল। অথচ রাণীবাজার মাদ্রাসায় তাঁর অবদানকে খাটো করে দেখা কোন মুমিনের জন্য সম্ভব নয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব অধ্যাপক রেযাউল করীমকে পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ থেকে মাত্র দু'বছর আটমাস সময়ের মধ্যে ভোলাতে (পানিশমেন্ট) ট্রান্সফারের হুকুম হ'ল। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অধ্যাপক গালিব-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে হুকুম চালানো সম্ভব নয়।

www.ahlehadeethbd.org

তাই বেছে নেওয়া হ'ল অন্য এক নোংরা পন্থা— যা বলতেও লজ্জায় মাথা কাটা পড়ে। যাই হোক তাঁকেও প্রথমে ছয় ঘন্টা, পরে সাত দিনের নোটিশে গত ২০শে ডিসেম্বর '৯০-তে বাসা ছাড়তে হ'ল। চক্রান্ত আজও অব্যাহত রয়েছে।

যুবসংঘের বিভিন্ন এলাকার কর্মীদের উপরেও চলেছে নির্যাতন। কুমিল্লাতে ছ'জন কর্মীকে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই মর্মান্তিকভাবে পিটানো হয়েছে। ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রকর্মী ফয়েযুলকে সাইকেলে চাপা দিয়ে তার উপরে কয়েকজন মুরব্বি (?) পায়ের তলে দাবিয়েছে। তার মলদ্বার দিয়ে কুলকুল বেগে রক্ত বেরিয়েছে। হাসপাতালে ২৬ ঘন্টা অজ্ঞান থেকেছে। এখন সে যুবসংঘের আরও জোরালো কর্মী। যশোর জেলার কেশবপুরে যুবসংঘের কর্মীদেরকে মসজিদে ইফতার করতে দেওয়া হয়নি। সকলের সামনে কুকুরের মত তারা মসজিদের বাইরে রাস্তার ধুলায় বসে ইফতার খেয়ে সেখান থেকেই বিদায় হ'য়ে অন্যত্র গিয়ে ইফতার মহফিল করেছে। তাদের গরু হাইজ্যাক করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরের মেহমান কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে মটর সাইকেলের চাবি ছিনতাইসহ গাড়ী কেড়ে নেয় ও চলে যাওয়ার হুমকি দেয় শুবরনের কেন্দ্রীয় আহবায়ক স্বয়ং—জেলা জমঈয়তের সভাপতি জনৈক মাওলানা অধ্যাপক ও অন্যদেরকে সাথে নিয়ে। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে গলাধাক্কাসহ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং কেশবপুরে কখনও যেন না আসে তার হুমকি দেয়। এ ছাড়া কেশবপুর জামে মসজিদে রক্ষিত যুবসংঘের পাঠাগারের আলমারী থেকে প্রায় ১৫,০০০ হাজার টাকার বই ও দু'খানা সাইকেল তারা লুট করেছে- যা আজও ফেরত দেয়নি। রাজশাহীর কেন্দ্রীয় অফিস উঠিয়ে দেবার জন্যও চলেছে বিভিন্ন হিংসাত্মক পদক্ষেপ। মাদরাসা মার্কেটে বিভিন্ন ধরণের দোকানপাট ভাড়ায় চলবে। তাদের মাসিক ভাড়া বাকী থাকলেও আপত্তি নেই। অথচ আহলেহাদীছ আন্দোলন চালানো হচ্ছে যে অফিস থেকে, আহলেহাদীছ পরিচালিত সেই মাদরাসা মার্কেট থেকেই আহলেহাদীছ যুবসংঘের অফিস উৎখাতের চেষ্টা চলেছে শুধুমাত্র বড় হুযুরকে খুশী করার জন্য। ইতিমধ্যেই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যুবসংঘের দু'টো সাইনবোর্ড খুলে নিয়ে গেছেন ও গত প্রায় সোয়া এক বছর যাবত অফিসের বৈদ্যুতিক লাইন কেটে দিয়েছেন। ছেলেরা তিনতলার প্রচণ্ড গরমে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে নীরবে সবকিছু হযম করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে নীচতলায় মসজিদের

www.ahlehadeethbd.org

ট্যাপ থেকে পানি নিতেও তারা নিষেধ করেছিলেন। বর্তমানে লোকলজ্জার ভয়ে আর করছেন না। রাণীবাজার মসজিদে এ যাবৎ যুবসংঘের সকল তাবলীগী প্রোগ্রাম হয়েছে, কিন্তু এখন বন্ধ। বগুড়ার কর্মী আইউব যখন বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল, তখন তাকে কেউ দ্বীনের পথে ডাকেনি। বরং বদমায়েশ-ডাকাত বলে সবাই ঘৃণা করত। কিন্তু যখন সে যুবসংঘের তাবলীগে ঈমান ফিরে পেল এবং সকল বদভ্যাস ও অন্যায় অপকর্ম থেকে তওবা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হ'ল, সুন্নাতী লেবাস ও সুন্নাতী দাড়ি নিয়ে নিয়মিত মসজিদে আসতে শুরু করল, তখনই জনৈক স্থানীয় মাওলানা ও জমঈয়ত-নেতা তার লোকজন দিয়ে আইউবকে ধরে রেখে তার সামনে ছয়জন যুবসংঘ কর্মীকে মসজিদে ফেলে বেধড়ক লাঠিপেটা করলেন মুনাজাত না করার অপরাধে (?)। ইনি আইউবের শৈশবকালের উস্তাদও বটেন। যখন আইউব বিপথে ছিল তখন এইসব জমঈয়ত-নেতার পাত্তা ছিল না। কিন্তু যখনই সে যুবসংঘের সদস্য হ'য়ে নামায ধরেছে, তখনই উস্তাদজীর টনক নড়েছে। শুধু কি তাই বগুড়া শহরের জনৈক বড়লোক জমঈয়ত-নেতাকে দিয়ে আইউবকে 'শুব্বানে'র কাজে লাগানোর জন্য যথেষ্ট টোপ দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু বগুড়ায় তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন হয়েছে অন্যত্র।

শুধুমাত্র আহলেহাদীছ আন্দোলন করার অপরাধে জমঈয়তে আহলেহাদীছের নেতারা আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মী ও উপদেষ্টাদের উপরে যে যুলম ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন, তা দেশবাসী অনেকেই জানেন না। তাই বাধ্য হ'লাম কিছু কথা জানাতে। এছাড়া এমন বহু বিষয় তাঁদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, যা বলা যায় না— কেবল অনুভব করা যায়। জানিনা এই হিংসার বাজার তাঁরা আর কতকাল গরম রাখবেন। আজকের এই ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে হঠাৎ করে তারা সক্রিয় হয়েছেন এবং গত ৫ই রমযান থেকে ২০শে রামাযানের মধ্যে রাজশাহী শহর ও আশপাশের ২৪টি মসজিদে ইফতার পার্টির নামে প্রোগ্রাম করে বেড়িয়েছেন। এযাবত যা সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে অধিকাংশ স্থানেই তারা ঐক্যের বুলি আউড়িয়ে সম্মেলনের বিরুদ্ধে লোকদেরকে প্ররোচিত করেছেন এবং মিথ্যায়ভরা সত্যের জয় হোক বইটা ছড়িয়েছেন প্রশ্ন : এযাবত যাদের চেহারা দেখা যেত না এখন হঠাৎ তারা এত সক্রিয় কেন? রাসূলের হাদীছ অনুযায়ী হিংসা সকল নেকী খেয়ে ফেলে যেমন আগুণ কাঠকে খেয়ে ফেলে। তাদের এই তথাকথিত ইফতার পার্টি ও দৌড়ঝাপ যে

www.ahlehadeethbd.org

কোন কাজে লাগেনি, আজকের এ সম্মেলন তার বাস্তব প্রমাণ।

আমরা বলি শুব্বানের সংগঠনের মাধ্যমে যদি দু'দশজন ছেলেকে আল্লাহ্‌র দীনের পথে আনা যায়, সেটাতো খুশীর কথা। এতে তারা ছওয়াবের অধিকারী হবেন। কিন্তু তাই বলে যুবসংঘের কর্মীরা আন্দোলনের কাজ করবে না বা তাদের কে কাজ করতে দেওয়া হবে না এটা কেমন কথা? প্রত্যেকে তার আমল ও ইখলাস অনুযায়ী ছওয়াব পাবেন। আপনি তো আল্লাহর অন্য কোন বান্দাকে নেকী অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন না। এখন ঐক্যের ধুয়া তোলা হচ্ছে। ঐক্য তো জমঈয়ত নষ্ট করেছে এজন্য দায়ী জমঈয়ত-নেতারাই। এক্ষণে তারাই তো যুবসংঘের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছে। তারাই তো ঘরের ছেলেকে পর করেছে। তারাই তো যুবসংঘের পাল্টা 'শুব্বান' করে যুবকদেরকে বিভক্ত করেছেন। তারা যদি কখনো বিনাশর্তে ১৯৮৯ সালের ২০শে জুলাইয়ের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চান, এবং বিভিন্ন মতাদর্শের জগা-খিচুড়ী বাদ দিয়ে নির্ভেজাল ভাবে আহলেহ দীছ আন্দোলন করার ব্যাপারে আন্তরিক হন, তা'হলে তাতে সহায়তা করার জন্য 'যুবসংঘ' অবশ্যই এগিয়ে যাবে। কিন্তু কোনরূপ চক্রান্ত ও চাপের কাছে 'যুবসংঘ' নতি স্বীকার করবে না।

পরিশেষে 'দাওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচী নিয়ে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি ব্যতীত তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই, আর কিছু পাওয়ার নেই।

www.ahlehadeethbd.org

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা

(১৯৮১—১৯৯১ ইং)

১৯৮১ সালের ৭ই জুন তারিখে সর্বপ্রথম সাতক্ষীরা শহরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' বা জমঈয়তে খাওয়াতীনে আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অধ্যাপক মাওলানা আসাদুল্লাহ আল গালিবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সংগঠনের প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন তাঁরই ছোট বোন হালীমা খাতুন ও সভানেত্রী ছিলেন স্নিগ্ধা হক এম, এ। এই সময় অধ্যাপক গালিবকে সহযোগিতা করেছিলেন সাতক্ষীরার অধ্যাপক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ গযনফর ও মৌলবী আবদুস ছামাদ ছাহেবান। বলা বাহুল্য আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ীই এর সকল সাংগঠনিক ও তাবলীগী কর্মসূচী পরিচালিত হয় যার রিপোর্ট ঐসময় জমঈয়ত মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশিত হয়।

মহিলাসংস্থা গঠনের পর মেয়েদের দ্বারা মেয়েদের মধ্যে তাবলীগী তৎপরতার ফলে সাতক্ষীরা শহরে বেশ সাড়া পড়ে যায়। অনেক আহলেহাদীছ মেয়ে যারা অন্যদের ঘরে বিয়ে হওয়ার ফলে নিজেদের আকীদা আমল ভুলতে বসেছিল, তারা সম্বিত ফিরে পায়। সকলের মধ্যে শিখবার ও জানবার একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। একসময় মহিলাসংস্থার পক্ষ হ'তে সাংগঠনিকভাবে সাতক্ষীরা শহর আহলেহাদীছ ঈদগাহ কমিটির নিকটে দাবী জানানো হয় যে, রাসূলের (ছাঃ) যুগের সুন্নাত অনুযায়ী আমরা আমাদের স্বামী, সন্তান ও ভাইদের সাথে একত্রিতভাবে পর্দার সহিত ঈদের নামায আদায় করব। ঈদগাহ কমিটি সোৎসাহে তাদের এ সুন্নতী দাবী পূরণ করেন যা আজও সেখানে চালু আছে। তবে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কারণে এখন সেখানে মহিলাসংস্থার সাংগঠনিক তৎপরতা নেই।

সাতক্ষীরায় আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা গঠনের খবর প্রকাশিত হবার পর দেশের অন্যান্য এলাকাতেও সাড়া পড়ে যায়। এ ব্যাপারে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার

www.ahlehadeethbd.org

শিবগঞ্জ উপজেলাধীন কানসাট এলাকার মেয়েরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে অধ্যাপক গালিবের এক সফরের মাধ্যমে সেখানে আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা গঠিত হয়। যাকেরা, সেতারা, সায়ফুন্নেসা প্রমুখ কলেজ ও মাদরাসা ছাত্রীরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গত ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সেখানে শিবনগর মহিলা মাদরাসা প্রাংগণে এক বিরাট মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে আশপাশ শাখাসমূহ হ'তে প্রায় আড়াই হাজার মহিলা যোগদান করেন —যাদের অধিকাংশই ছিলেন ছাত্রী ও তরুণী গৃহবধূ। প্রাচীর বেষ্টিত মাদরাসা প্রাংগণে কড়া পর্দার মধ্যে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক মহিলা সম্মেলনে অধ্যাপক গালিব ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে নয় জন খ্যাতনামা আলেম যোগদান করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ হেফযুল উলূম টাইটেল মাদরাসার শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুজীবুর রহমান, রাজশাহী থেকে শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, রংপুর থেকে অধ্যাপক আবদুন নূর সালাফী, ঢাকা থেকে শায়খ আবদুল মতীন সালাফী, কুমিল্লা থেকে অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুছ ছামাদ ও হাফেয মাওলানা আবদুল মতীন সালাফী প্রমুখ। বর্তমানে সেখানে সাফীহা, সায়ফুন্নেসা প্রমুখ মেয়েরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও বর্তমানে আহলেহাদীছ যুবসংঘের ন্যায় তারা ও আভ্যন্তরীণ বাধার সম্মুখ হচ্ছেন।

বর্তমানে পাবনাতে, কুমিল্লার জগতপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে, জয়পুরহাটের বটতলী মহিলা মাদরাসা ও পলিকাদোয়া অঞ্চলে, বগুড়ার গাবতলী অঞ্চলে, গাইবান্ধার ফুলবাড়ী এশায়াতে ইসলাম মাদরাসায়, যশোরের কেশবপুর অঞ্চলে ও খুলনা মহানগরীতে আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থার কার্যক্রম চালু রয়েছে। তন্মধ্যে জয়পুরহাটে, যশোর ও খুলনা মহানগরীতে কার্যক্রম সবচাইতে জোরদার রয়েছে। গত ১০/৮/৯০ তে পলিকাদোয়া মহিলা মাদরাসায় জয়পুর হাট জেলা আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থার বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক গালিব উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন। অমনিভাবে ১৯৮৯ সালের অক্টোবরে যশোরের কেশবপুর উপ-জেলাধীন মুজগুন্নীতে আয়োজিত মহিলা সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। খুলনা মহানগরী আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা গত ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে 'মোহাম্মদী' নামক তাদের প্রথম 'দেওয়াল পত্রিকা' বের করেছে। এতে অনেক লেখিকা তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাছাড়া তাদের সাংগঠনিক খবরাদি বিশেষ করে ইরাকের কুয়েত দখলের বিরুদ্ধে ও ভারতে মহানবীর

www.ahlehadeethbd.org

চরিত্র হননমূলক বিশ্বকোষ প্রকাশের বিরুদ্ধে তাদের সোচ্চার কণ্ঠ দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, সাপ্তাহিক জাহেরী প্রভৃতি পত্রিকায় বের হয়ে ইতিমধ্যেই অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমানে ৬৯, আপার খানজাহান আলী রোডে অবস্থিত খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় মহিলা ফক্কে প্রতি রবিবার তাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জুমআতে মেয়েদের সমাগম এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে মসজিদ তিনতলা করার চেষ্টা নিতে হচ্ছে। বলাবাহুল্য স্থানীয় যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের মাননীয় উপদেষ্টা ও শুভাকাংখীগণ এজন্য সর্বাধিক কৃতিত্বের হকদার। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা ও উপদেষ্টা পরিষদের অনুরোধক্রমে মোহতারেমা তাহেরুন্নেসা এম, এ বর্তমানে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থার কেন্দ্রীয় আহ্বায়িকার দায়িত্ব পালন করছেন। রাজশাহীর সাধুর মোড়ের বাসায় অবস্থানকালে তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় জামে মসজিদের দোতলায় প্রতি জুমআর দিন বিকেল সাড়ে ৩-টা হ'তে ৫-টা পর্যন্ত নিয়মিত সাপ্তাহিক তাবলীগী কর্মসূচী পালন করার ফলে স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়— যা বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা এবং শিরক ও বিদ'আতী প্রথা দূরীকরণে সহায়ক হয়। এখানেও স্থানীয় সাধুর মোড় প্রাইমারী স্কুলমাঠে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের ঈদের জামা'আত কায়েম হয়। তাঁর বর্তমান রাজশাহীর হড়গ্রামের বাসায় মহিলাদের প্রোগ্রাম শুরু করার চেষ্টা চলছে। তবে ইতিমধ্যেই সেখানে আল্লাহর রহমতে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে এবছর (১৯৯১ ই) প্রথম ঈদুল ফিতরের জামা'আত কায়েম হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। আশা করা যায় এইভাবে সর্বত্র সাংগঠনিক প্রোগ্রাম নিয়মিত চলতে থাকলে মহিলাদের মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে দায়িত্বানুভূতি বৃদ্ধি পাবে। ঘরে বাইরে আন্দোলন শুরু হবে। অন্যান্য মহিলাসংস্থার খপ্পরে পড়ে আমাদের মা-বোনদের আকীদা আমল তো হারাবেই না বরং সরাসরি হাদীছ থেকে শিক্ষা লাভের বরকতে অন্যমতের মহিলারাও আহলেহাদীছ হওয়ার সুযোগ পাবেন ইন্শাআল্লাহ।

পূর্বকথা

আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা গঠনের পিছনে অধ্যাপক আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মধ্যে একটি পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। সেটি হ'ল ১৯৭৭ সালে তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে মাষ্টার্স-এর ছাত্র ছিলেন, তখন ১০ই ডিসেম্বর

www.ahlehadeethbd.org

১৯৭৭ দৈনিক ইত্তেফাক এর রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'বিশ্ব নারীবর্ষ' উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমিতির' সভানেত্রী ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীমের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে ঢাকায় উক্ত মহিলা সমিতি আয়োজিত সেমিনারে পঠিত হয়। যেখানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি কে, এম, সোবহান, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ বুদ্ধিজীবীগণ। তিনদিন ব্যাপি উক্ত সেমিনারে প্রায় অর্ধডজন ইসলাম বিরোধী প্রস্তাব সরকারের নিকটে পেশ করার জন্য গৃহীত হয়। উক্ত প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম আন্তঃ সাম্প্রদায়িক বিবাহ, পিতৃসম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের একই অংশ নির্ধারণ, এক পুরুষ এক স্ত্রী— এ।ধিক স্ত্রী মোটেই নয়, এ সবের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়ে সরকারকে এগুলো মেনে নেওয়ার আহবান জানানো হয়। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে জনাব আসাদুল্লাহ আল-গালিব ভীষণভাবে মর্মপীড়া অনুভব করেন। ভাবতে থাকেন বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৬টির মত মহিলাসংস্থা আছে। এর মধ্যে একটি যদি আহলেহাদীছ মহিলাসং া থাকত, তাহলে তারাই এর প্রতিবাদ করলে অধিক কার্যকরী হ'ত। যাই হোক তিনি এর কড়া প্রতিবাদ লিখে তাঁর ভাগিনেয়ী তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ১ম বর্ষ সম্মানের ছাত্রী রোজেদা আখতারের নামে 'অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী' শিরোনামে ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দেন—যা ১৫ই জানুয়ারী '৭৮ এর রবিবাসরীয় ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সাপ্তাহিক আরাফাতে তাঁর স্বনামে ১৬/১/৭৮ তারিখে ২০।১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বলাবাহুল্য অন্যান্য মহিলাসংস্থার পাশাপাশি আহলেহাদীছ মহিলাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের ও অন্যান্য মহিলাদের গৃহ ও পরিবার গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই অধ্যাপক মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৮১ সালের ৭ই জুন তারিখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থার গোড়াপত্তন করেন— যা এখন কর্মচঞ্চল সাংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

---

www.ahlehadeethbd.org

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ও

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থার

সদস্য হৌন।

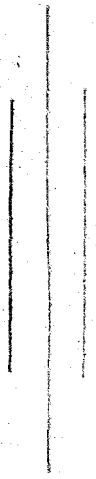

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে

নিজেদের জীবন, পরিবার

ও সমাজ গড়ুন!

www.ahlehadeethbd.org

জেহাদী খুন

হারুন ইবনে আহমদ
—কুমিল্লা

কেন হে তরুণ নীরব আজ
বসে আছ চুপটি করে,
বাতিল কাড়িল ইসলামের তাজ
বিচিত্র রূপ ধরে।
ধীরে ধীরে ইসলাম মাঝে
ভেজালের অনুপ্রবেশ,
বিপাকে ফেলে দিচ্ছে মুসলিমেরে
তোমায় তো দেখতে বেশ।
তবু কেন হাত-পা গুটে বসে আছ তুমি
হয়ে অতি ক্লিষ্ট ক্লান্ত,
তাওহীদি সুধা পানে জাগিলে আবার
বিশ্ব ফের হবে শান্ত।
তোমার দিকে চেয়ে আছে
এ কলুষিত সমাজ,—
বাহু ভরা শক্তি নিয়ে বসে আছে
তোমার কি নাই কোন লাজ ?
ঝেড়ে ফেল আজি তন্দ্রা তোমার
জেগে ওঠ হে তরুণ,—
টগবগিয়ে উঠুক তোমার তেজে
শত তরুণের জেহাদী খুন ।।

—

সঠিক পথ

দেলওয়ার হুসাইন
—কুমিল্লা

আমরা মুসলিম আমরা বীর
আমরা সবে ভাই-ভাই,
জোট বেধেছি যুবসংঘে
সঠিক পথটি যে খুঁজে পাই।
আইন দাতা আর বিধান দাতা
আল্লাহ ছাড়া নাই,
তারই হুকুম মানব মোরা
নবীর পথে যাই।
এসো নবীর পথে যাই ।।

—

www.ahlehadeethbd.org

পুনঃ চেতনা

মোঃ ইসমাঈল হোসেন
পলিকাদোয়া মসজিদ শাখা, জয়পুরহাট

আমরা নির্ভেজাল তাওহিদী একক যুবদল
বাতিলের সাথে লড়তে মোদের অটুট মনোবল।
আমরা আল্লাহর নীর্ভিক সৈনিক বিশ্বের সেরা বীর,
আপোষহীন সংগ্রাম করে ধূলায় লুটাই শীর।

তাকলীদের ঐ বেড়াজাল,
শত্রু মোদের চিরকাল।
হে তরুণ নওজোয়ান
চোখ মেলিয়ে হও আগোয়ান।
ছহীহ হাদীছের আলো জ্বালাবো,
সকল তাকলীদ বিদায় দেব।
সামনে যত বাঁধার পাহাড়,
ভেঙে করব একাকার।

জীবন বিধান করব শুধু কুরআন ও সুন্নাহার,
তাই মাযহাবী সব সংকীর্ণতা ভেঙে করি চুরমার।
ইসলামকে বিজয়ী করা এটাই মোদের বাসনা,
অপবাদ যতই আসুক পরোয়া মোরা করি না।

——

www.ahlehadeethbd.org

মুজাহিদ

ফয়েজুল ইসলাম
কুমিল্লা জেলা

কুরআন হাদীছের ডাক এসেছে
রইব না আর বসে,
চুপ হয়ে থাকব না আর
মুকাল্লিদের বেশে।
পৌঁছবে কুরআন ঘরে ঘরে
যেথায় অন্ধকার
জেগে উঠ বীর মুজাহিদ
নেই তো সময় আর।
মোদের হাতে গড়ব মোরা
ইসলামী পরিবেশ
ধন্য হবে জীবন মোদের
সোনার বাংলাদেশ।।

—

জান্নাত পানে

তাসলিমা
আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা।

সত্য পথে চলব মোরা
বাতিলের সাথে লড়ব,
সত্য কথা বলব সবে
মিথ্যাকে দু'পায়ে দলব।
কুরআন হাদীছ মেনে চলে
জীবন মোদের গড়ব,
আল্লাহর হুকুম পর্দানীতি
আমরা সবাই মানব।
ধ্বংস হতে বাঁচব মোরা
ঈমানী জীবন গড়ব,
মা আয়েশার পথ ধরে
জান্নাত পানে চলব।

——

মানব বিধান

আহমদ শরীফ
কুমিল্লা

সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ—
এতো শোষণের হাতিয়ার,
জাতীয়তাবাদ এ হল—
সংকীর্ণতা মানবতার।
মানব অস্তিত্বে আত্ম-বিস্মৃতির
এক অভিনব পয়গাম ;
তা হল ধর্ম নিরপেক্ষতা—
ধর্মহীনতার আর এক নাম।
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারের
এক জাহেলী ষড়যন্ত্র ;
জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস
এ হল গণতন্ত্রের শিরেকী মন্ত্র।
সত্যের স্রষ্টা মানুষ কভু নয়
আল্লাহর অহীই কেবল মানব বিধান হয়।

——

www.ahlehadeethbd.org

কখন

নায়েমাহ্ বেগম
আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা।

বাজিবে কখন ইসলামের ডংকা
এই বাংলার বুকে,
মুছিবে কখন সুপ্ত ব্যাথা
আমাদের মাঝ থেকে।
গাহিবে কখন ইসলামী জয়গান
কোকিল কণ্ঠ সুরে,
দেখিবে কখন সোনার রবি
উঠেছে আকাশ জুড়ে।
কখন হাসবে সোনার বাংলা
করুণ হাসি হেসে,
দেখিবে কখন বেরিয়েছে তরুণ
বীর সৈনিক বেশে।
গড়িবে কখন সুখের বাসা
এই ধরণী তলে,
উঠিবে কখস জয়ধ্বনি রব
আল্লাহু আকবর বলে।

———

জেগে ওঠো ফের

মোঃ বেলাল উদ্দীন
খয়েরসূতী শাখা, পাবনা।

হে ইসলাম
চেয়ে দেখ আজ মুসলমানের অবস্থা
তোমার আইন তারা আর মেনে নিতে পারছে না
চোর ডাকাতের বিচার নেই
সমাজে শান্তি নেই
সরকারী কাজে ঈমান বিক্রি না করে পারা যায় না।
এরা ঘুষ খায়, সুদ খায়, যেনা আর জুয়ার আড্ডা বসায়
ধানমণ্ডিতে শ্লোগান বানিয়ে
ভাত-কাপড়ের ধোকা দিয়ে
সর্বহারাদের নামে রাস্তায় লাশের মিশিল নামায়।
হে ইসলাম
চেয়ে দেখ আজ ··· ··· ···
মাযহাব আর তরীকার ভাগাভাগিতে

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষমতালোভী রাজনীতির হানাহানিতে
মুসলমান আজ দিশাহারা
জাতীয় আর বিজাতীয় তাকলীদের চোরাবালিতে
মুসলমান আজ সর্বহারা।

হে ইসলাম

ওরা দাবী করে আমরাও মুসলমান
অথচ নেতা ও পীরের প্রাসাদের ভাজে ভাজে
লুকিয়ে আছে খুন অসংখ্য মানুষের—
তারাও মুসলমান।

হে ইসলাম

তুমি তো রাসূলকে জানিয়ে লহুসিক্ত কলেবরে
তায়েফের ময়দানে প্রস্তর বৃষ্টির মাঝে
এসেছিলে তুমি ওহুদের প্রান্তরে দান্দান
শাহাদাতের মিনিময়ে
এসেছিলে হাযার মায়ের হারানো দুলাল
লাখো শহীদের বিনিময়ে।
অথচ আজ মোরা ভয় পাই শাহাদাতে
তাই নেমেছে গঞ্জনা জীবনের প্রতিধাপে
বাঁচার পথ একটাই আর খোলা আছে
তরুন রক্ত ওঠো জাগি ফের
বদরের মরুপথে।

—

www.ahlehadeethbd.org

আহলেহাদীছ আন্দোলন

আহমদ শরীফ
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা।

জাগরণ জাগরণ,
ইসলামী জাগরণ
তাওহিদী সমীরণ,
আকীদার সংশোধন
আহলেহাদীছ আন্দোলন।

শিরকের মূলোৎপাটন
বিদ'আতের বিদূরণ,
তাকলীদের অপনোদন
আহলেহাদীছ আন্দোলন।

মুক্তির পথ প্রদর্শন
হাদীছের আবাহণ
সত্যের উন্মোচন
আহলেহাদীছ আন্দোলন।

——

অগ্রযাত্রা

জহিরুল হক ভূইঞা
কুমিল্লা জেলা

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌—
আহলেহাদীছ যুবদল
সরল পথে এগিয়ে চল্‌
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।
বুকে ঈমান বাহুতে বল
বাতিলরে কর পদতল
সামনের দিকে এগিয়ে চল্‌
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।
মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল—
শিরক বিদ'আত মাড়িয়ে চল
বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে চল্‌
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।
আহলেহাদীছ নবীন দল—
কুরআন হাদীছ কর সম্বল
সকল ইজম পায়ে দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।।

——

মরণ পণ

মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা।

মরতে হয় যদি মরব
সারাটি জীবন আমি লড়ব।
চারিদিকে সব যে ভীরুর মেলা
সত্যের ডাক এলে করে হেলা।
হব নাকো আমি তাদের আকার
শাশ্বত ইসলাম করতে প্রচার।
জান্নাত বিনিময়ে জীবন বিলাব
মরতে হয় যদি মরব
সারাটি জীবন আমি লড়ব।
আমি তেজদীপ্ত বীর তরুণ
জাগাব বিশ্বে ফের নবীর অরুণ।
বাতিলের হুংকার করব যে খর্ব।
মরতে হয় যদি মরব
সারাটি জীবন আমি লড়ব।।

——

www.ahlehadeethbd.org

ছহীহ জীবন

মোমতাজ আলী খান
ঝিনা শাখা, রাজশাহী।

পরম সত্য পড়েছে ঘুমিয়ে
কালো চাদর গায়ে মুড়ে,
শির্ক বিদ'আত গড়েছে আসন
সহজ সরল মগজ জুড়ে।

এক দ্বীনের শত টুকরো
ভাগ হয়েছি দলে দলে,
বক্র পথের পথিক সেজে
ডুবে গেছি অতল তলে।

পরশ পাথর করিনা যাচাই
অন্যের পিছু গমণ করি,
নূরের মশাল পিছে ফেলে
খন্দক-নালায় আছড়ে মরি।

আল্লাহর আদেশ,—ভাগ হ'য়োনা
সবাই মিলে এক থাক,
সত্য নবীর কথা মত
সব মানুষেরে ধর্মে ডাক।

সময়তো আর বেশী নেই
ঐ চলেছে অন্ত ঘড়ি,
এসো জলদি আলোর পথে
এবার ছহীহ জীবন গড়ি।

——

যুবসংঘ

মুহাম্মাদ মনিরুল হক
কুমিল্লা জেলা

আমরা মুসলিম আমরা বল
আমরা ছাত্র যুবদল।
ভয় করিনা কারো তীর
আসুক যত মহাবীর।

সত্যের ডাকে সাড়া দিয়ে
মিথ্যার সাথে লড়ব।
বাতিলের শির কাপিয়ে
তাওহিদের ঝাণ্ডা উচিয়ে
আহলেহাদীছ যুবসংঘ গড়ব।

——

www.ahlehadeethbd.org

জাগো মুজাহিদ

মোঃ মামুনুর রশীদ
সাতক্ষীরা জেলা

মুখে নিয়ে তকবীর ধ্বনি জাগ মুজাহীদ বীর,
জাহেলিয়াতের দ্বার ভেঙে কাটো জুলুম বাজের শির।
ছহীহ হাদীছ আর আল-কুরআনের স্বচ্ছ ভুবনে আজ,
নিরংকুশভাবে চলিতেছে যেন জাহেলিয়াতের রাজ।
জাহেলিয়াত সে-তো রায়' ও কিয়াস, শির্ক-বিদ'আত ফির্কা,
এরই খপ্পরে পড়ে মানুষ খাচ্ছে যত ধোকা।
ধর্মের নামে অধর্ম আর তাগুতের জয়গান,
নিখিল-ভুবন কলুষ করিতেছে বাতিলের শ্লোগান।
আর নয় ঘুম, জাগ মুজাহীদ অস্ত্র উঠাও হাতে,
জাহেলিয়াতের সব দ্বার ভাঙো জেহাদী বজ্রাঘাতে।
বজ্রকণ্ঠে গাহো সবে তুলে জেহাদী দীপ্ত হাত,
মুক্তির একই পথ দা'ওয়াত ও জিহাদ।।

——

আমার জীবনের লক্ষ্য

মোঃ আবদুল্লাহ বিন ওমর
নবীপুর শাখা, গাইবান্ধা।

আমার জীবন-মরণ, সর্বকাজে আল্লাহ নামের স্মরণ
আমার জীবনের আশা, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে ভালবাসা।
আমার জীবনের প্রশিক্ষণ, জিহাদ করে শহীদের মরণ
আমার জীবনের সাথী, কুরআন-হাদীছ ছাড়া আবার কি?
আমার জীবনের কল্পনা, শির্ক ও বিদ'আত মানব না।
আমার জীবনের সংগ্রাম, আহলেহাদীছ আন্দোলন,
আমার জীবনের সংগঠন, বাংলাদেশের আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

——

www.ahlehadeethbd.org

ঐক্যের ডাক

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়ালক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ ডাক দিয়ে কয়
আয়রে তোরা আয়
এক কাতারে হওরে শামিল
বিশ্বের মুসলিম ভাই।
এক কা'বা এক কুরআন মানি
এক আল্লাহ এক রসূল জানি
তবে কেন দলাদলির
লইবি আশ্রয়।।
মযহাব ফির্কার এই ভেদাভেদ
ভেঙ্গে দিয়ে সকল বিভেদ
এক সারি এক কাতার হয়ে
আল্লাহর পথে যাই।।
শির্ক ও বিদ'আত মিটিয়ে দিয়ে
তাওহীদের ঐ পথটি বেয়ে
ছহীহ হাদীছ আর কুরআন নিয়ে
এক হতে আজ চাই।।

নই পরাধীন

আজহারুল ইসলাম (আজাদ)
কুমিল্লা

আমি আজাদ, আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন,
সত্যের পথে দুর্জয় আমি নই পরাধীন।
আমি মানি নাকো বাঁধা করি নাকো ডর,
ন্যায়ের পথে আমি অজেয় অমর।
আমি সত্যের, আমি ন্যায়ের,
প্রশ্রয় দেইনা আমি অন্যায়ের।
আমি করিনা কারো তাকলীদ,
ভ্রান্ত পথে ধরি নাকো যিদ।
আমি মুহাম্মাদী, আমি মুসলিম,
পথিক আমি সীরাতে মুস্তাকীম।
আমি উচ্চারণ করি লা-শরীক আল্লাহ,
নিধন করি যত গায়রুল্লাহ।
আমি আল্লাহকে ছাড়া কারো করিনা কুর্নীশ,
নির্ভেজাল ইসলামের পথে আমি
আহলেহাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মোকছেদ আলী মোহাম্মাদী
সাতক্ষীরা জেলা

আল্লাহর বিধান পালনের মোদের আমরা চির সংগ্রামী,
হত্যা করেছি মিথ্যা মতবাদ, সত্যে রয়েছি অগ্রগামী।
লেখা যা আছে, কুরআন হাদীছে তাই মোদের সম্বল,
হাসি মুখে তাই করি প্রচার শত বাধা করি পদতল।
দীপ্ত কণ্ঠ হবেনা স্তব্ধ, মোরা তাওহীদী নওজোয়ান,
ছলনায় মোরা নহি বিশ্বাসী, চির পবিত্র এ মন।
যুক্তি মোদের মুক্তির আশে ভক্তি শুধু নিবেদন,
বক্ষে মোদের জাগ্রত সদা কুরআন-সুন্নাহার অনুসরণ।
সংঘাত নয় জিহাদী ডাক, কুরআন হাদীছের আলোকে,
ঘন কুয়াশার কবল হতে, জাগাব মোরা বিশ্বকে।

—

www.ahlehadeethbd.org

ফৎওয়া

তাহেরুন নেসা

"তালাক, তালাক, তালাক"—শব্দ তিনটি শুনতেই কুলসুম বিবির অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। এ সংসারে থাকবার আর অধিকার নেই। ফুট ফুটে গোলাপের মত দু'টি সন্তান। সবকিছু ফেলে দশ বৎসরের সাজানো সংসারের সমাপ্তি টেনে বেরিয়ে গেল কুলসুম বিবি অজানা ভবিষ্যতের পানে।

রহিমুদ্দি বরাবরই সহজ প্রকৃতির মানুষ। মোটা-ভাত মোটাকাপড়ে দিন ভালই কাটছিল তাদের। সেদিন দেরীতে ভাত রান্না নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে সে তিন তালাক দেয় কুলসুম বিবিকে।

দিন কয়েক পরেই রহিমুদ্দি নিজের ভুল বুঝতে পারে। অত্যন্ত আদরের স্ত্রী তার। পুনরায় সে ফিরে পেতে চায় কুলসুম বিবিকে।

বিঘ্ন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় গাঁয়ের মণ্ডল ছমির শেখ। ছমিরের সাথে কুলসুমের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। দশ বৎসর আগে ছমির শেখ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে কুলসুমকে ঘরে আনতে চেয়েছিল। কুলসুমের বিরোধিতায় তার বাবা সেদিন মণ্ডলের কথা রাখতে পারেনি। সেই থেকে মণ্ডল সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে কুলসুমের সুখের সংসারে ছাই দেওয়া যায়।

এদিকে কুলসুম বিবিকে পাওয়ার জন্য রহিমুদ্দি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুদ্ধি নেওয়ার জন্য ছুটে যায় মণ্ডলের বাড়ীতে। মণ্ডল বললো, "অত চিন্তা করিসনে, ওর চেয়ে ভাল মেয়ে তোকে জুটিয়ে দেব"। রহিমুদ্দি মণ্ডলের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল। অবশেষে মণ্ডল বললো, "যদি কুলসুমকে ফিরে পেতে চাস, কয়েক জন মৌলভী ডাক। তাদের ফৎওয়া অনুযায়ী কাজ হবে।"

মৌলভী আনতে অনেক টাকার প্রয়োজন। রহিমুদ্দি সামান্য একজন দিনমজুর। এত টাকা সে কোথায় পাবে? শেষ পর্যন্ত মণ্ডলের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে টাকা ধার নিল। মৌলভী আনা হ'ল। তারা সবাই মিলে ফৎওয়া দিলেন 'হিল্লা' পালন করে কুলসুম বিবিকে রহিমুদ্দি পুনরায় ঘরে নিতে পারবে। 'হিল্লা' হ'লো কুলসুমকে অপর কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিতে হবে। অতঃপর সে তালাক দিলে রহিমুদ্দি কুলসুমকে পুনরায় বিয়ে করে ঘরে তুলবে।

রহিমুদ্দির মাথায় বাজ পড়ল। কার সাথে বিয়ে হবে? বিয়ে হ'লেও সে যদি কুলসুমকে তালাক না দেয়? ভাবতে ভাবতে রহিমুদ্দি দিশেহারা হয়ে পড়ে। এদিকে কুলসুম বিবিকে দু'পাঁচ দিনের বউ হিসাবে পাওয়ার জন্য পাড়ায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। রহিমুদ্দি ও

www.ahlehadeethbd.org

কুলসুম ঘৃণার ক্ষোভে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে পুনরায় ঘর বাঁধতে চায়। কিন্তু বাধা হ'ল মৌলভীদের ফৎওয়া আর গ্রামের মণ্ডলরা। ফৎওয়ার উপরে কথা বলার ক্ষমতা কার আছে?

অথচ এ বিষয়ে রাসুলের (সঃ) পরিস্কার হাদীছ রয়েছে। হুযুর (সঃ) এরশাদ করেন, "তোমরা কি ভাড়াটে ষাঁড়ের খবর রাখো?··· তা হ'ল হিল্লাকারী ব্যক্তি। আল্লাহ্ হিল্লাকারী ও হিল্লাদানকারী উভয়ের উপর অভিসম্পাত করুন —ইবনে মাজাহ

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) হিল্লাকারী ও হিল্লাদানকারী "উভয়কে লা'নত করেছেন"— আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

পবিত্র কুরআনে ও হাদীছে তালাকের সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি রয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী এক সাথে হাজার তালাক দিলেও তা এক তালাক বলেই গন্য হবে।

তালাক সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের ফয়সালা মৌলভী সাহেবদের অজানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু নিজেদের বানোয়াট মযহাবী ফৎওয়াই তাদেরকে কুরআন-হাদীছ অমান্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যার সুবাদে যুক্তি ও বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগেও ধর্মের নামে সমাজে এই নোংরা হিল্লা প্রথা চালু রাখা হয়েছে ·····। আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন— আমীন।।

——

www.ahlehadeethbd.org

হায়রে বাবার সম্মান !

শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। যার জনসংখ্যা প্রায় এগার কোটির মত। ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইলের আয়তন বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র দেশে আয়তনের দিক দিয়ে জনসংখ্যার হার খুব বেশী। শুধু কি তাই ? এদেশে পীর-বাবাদের সংখ্যাও কম নয়। উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ শহর বগুড়া হ'তে প্রকাশিত জনপ্রিয় পত্রিকা "দৈনিক করতোয়া" ১৮/১২/৮৭ তারিখে দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী এদেশে পীর-বাবাদের সংখ্যা দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার।

এ সব পীর-বাবাদের আস্তানায় কি হয়— সে সমস্ত খবরাদি দৈনিক পত্রিকা সহ অন্যান্য জাতীয় মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও এদেশের মানুষ অতি-ভক্তির আতিশয্যে আল্লাহর দরবারে চাওয়ার পরিবর্তে ছুটে যায় পীর-বাবাদের কাছে। যদিও তারা কারো ভাগ্যের পরিবর্তন আনতে আদৌও সক্ষম নয়। তথাপিও মানুষের বিশ্বাস -বাবার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ সম্ভব। অবশ্য পীর-বাবারাও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এতটুকু কার্পণ্য করে না। ফলে তারা ভক্তঅনুরক্তদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। নারীর অমূল্য সম্পদ সতীত্ব হরণ থেকে শুরু করে তারা বহু কিছু হরণ করেও এ ঘুণে ধরা সমাজের বিশেষ সম্মানের আসনে তারা সমাসীন। পাবনার খাজা বাবাসহ দেশের অন্যান্য বাবাদের কীর্তি কলাপ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ ছাড়াও পীর বাবাদের আড্ডায় মদ-গাঁজা-তাড়ি সহ হরেক রকমের মাদক দ্রব্য সেবনের জালসাও বসে। গান-বাজনা নাচ তো ছোট-খাটো ব্যাপার। ধর্মের নামে বাৎসরীক ওরসের মাধ্যমে জনগণকে ধোকা দিয়ে তারা তাদের বিনা পুঁজির ব্যবসা হরদম চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকার করবে কে? দেশের শাসকরাই তো এদের প্রধান ভক্ত-অনুরক্ত শিষ্য।

যে কথা আজ লিখতে বসেছি সে-দিকেই আসা যাক। পাঠক মণ্ডলীর সামনে আমার জীবনের ঘটে যাওয়া একটা সত্য ঘটনা পেশ করছি। যদি আমার কাচা হাতের লেখা পড়ে মানুষের বিবেকে আঘাত হানে এবং কোন ভাই-বোন যদি পীর-বাবাদের ধোকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহমুখী হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

বাংলাদেশের প্রাচীন বিভাগীয় শহর রাজশাহী। পদ্মাস্নাত এ শহর ছোট হলেও এ শহরকে ঐতিহ্যের লীলাক্ষেত্র বলা যায়। এখানে কোন জিনিষের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। একদিকে

www.ahlehadeethbd.org

পদ্মার পাড় ঘেসে অবস্থান করছে মনোরম দৃশ্যের পার্ক। বিমান বন্দরও আছে। দেশীয় সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে শিল্প নগরীও এখানে বিরাজিত। রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম 'বরেন্দ্র যাদুঘর'। ১৮৭৩ খীষ্টাব্দে স্থাপিত বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দারুস সালাম টাইটেল মাদ্রাসা, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ শহরে অবস্থিত। এজন্য এ শহরকে শিক্ষা নগরী বলা হয়। তদুপরি দক্ষিণ এশিয়ার গৌরব 'পোষ্টাল একাডেমী'সহ আরো অনেক কিছু এখানে আছে। এর সাথে সাথে পীর-বাবাদের আস্তানাও কম নয়।

যে কথা বলছিলাম। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকের ঘটনা। শীতের পড়ন্ত বিকেলে মিষ্টি রোদে আমিও সাথী বড়ভাই মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ সাহেব (বর্তমানে চুয়াডাংগা সরকারী কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক) রাণীনগর সাধুর মোড় হ'তে শহরের প্রাণকেন্দ্র রাণীবাজারের দিকে পদব্রজে যাচ্ছিলাম। মধ্যপথে টীকাপাড়া গোরস্থানের পূর্বপাশে দেখলাম বাবা "হান আলী হকের দরগাহ"। মনে কৌতূহল জাগলো দেখার। দু'জনে মিলে ঢুকলাম প্রাচীর বেষ্টিত দরগাহ শরীফের মধ্যে। বাবার মাযারের পশ্চিম দিকে একটা গাবগাছের নীচে সবুজ রংয়ের কাপড় পরিহিত অনাবৃত হাঁটু, মাথায় চুলবিহীন এক মোটা কালো লোককে কি যেন টানা অবস্থাতে দেখতে পেলাম। উড়ন্ত ধোঁয়া ও গন্ধ দেখে মনে হল গাঁজা-টাজা কিছু একটা টানছেন।

আমরা বাবার মাযার সহ আস্তানার হাল-হকিকত গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছিলাম বেশ দূর থেকে। হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় গুরু-গম্ভীর স্বরে বাবার খাস শাগরেদ বলে উঠলেন—'আপনারা জুতা পায়ে দিয়ে ঢুকলেন কেন? জানেন না এতে বাবার সম্মানের ক্ষতি হচ্ছে'। আমরা কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলাম। সাথী ভাই উত্তরে কিছু বললেন। শেষে আমি বললাম—আমরা তো বাবার মাযার হ'তে বহুদূরে জুতা পায়ে দিয়েছি আছি। আর আমাদের জুতাগুলো অপবিত্রও নয়। আপনি তো একেবারে বাবার কবরের পাশে বসে উরু বের করে বিড়ি টেনে ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছেন, এতে বাবার সম্মানের কোন ক্ষতি হয় না? লোকটা আমাদের কথা শুনে কড়মড় করতে লাগলেন এবং বললেন—আপনারা বাবার সম্মান বুঝবেন না। তাইতো কথায় বলে—

বাবার মাযারের পাশে বসে মারো গাঁজার কলিকাতে টান—তাতেই প্রকাশ পাবে বাবার সকল সম্মান।।

www.ahlehadeethbd.org

হায়রে বাবার সম্মান! অতঃপর দু'জনে দরগাহ হতে বের হয়ে রাণী-বাজারের দিকে পুনরায় পদব্রজে অগ্রসর হতে শুরু করলাম।

এরপর আমার মনের মধ্যে বাবার দরগাহর তথ্য জানার আগ্রহ দিন দিন বাড়তে থাকলো। অবশেষে ১৯৯১-তে এসে পেয়ে গেলাম বাবার সকল তথ্য।

বাবার আসল নাম আবদুস সোবহান। উনি নাকি মরা মানুষের কলিজা ভক্ষণ করতেন। এমনকি টিকাপাড়া গোরস্থান হতে একবার মৃত ব্যক্তির কলিজা নিয়ে পলায়নকালে ধরাও পড়েছিলেন। মযার ব্যাপার তার মৃত্যুর পর বসা অবস্থাতে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। পরে শিষ্যের দল আবদুস সোবহানের নাম পরিবর্তন করে নাম দিয়েছেন—"হান আলী হক"। পরে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দরগাতে রূপান্তরিত করে শিষ্যের দল ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাতে গাঁজার আসর বসে। নযর নেওয়াজও কম আসে না। বছরে দু'বার ওরসও হয়। এ হল "হান আলী হক" বাবার ইতিহাস।

এমনি ধরণের বাবাদের আস্তানাতে চলছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অশুভ পায়তারা। জানিনা কতদিন এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বিবেকবান মানুষ আর কতকাল আলেয়ার পিছনে ছুটবে। তারা কি পাবে না আলোর দিশা! হে আল্লাহ! তুমি তোমার রহমতের আশীষ ধারা বর্ষণ করে পথভ্রান্ত মানুষকে এ সকল তথাকথিত বাবাদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা করে তোমার হেদায়াতের ছায়াতলে আশ্রয়দান পূর্বক জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ পথ দেখাও।

আমীন!

---

www.ahlehadeethbd.org

মু'মিনের সংগ্রাম রাজনৈতিক নয়

আকীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম।

www.ahlehadeethbd.org

মুক্তির একই পথ—দাওয়াত ও জিহাদ

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :—

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

পাঁচটি প্রধান মূলনীতি :—

১। কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।
২। তাকলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তি পূজার অপনোদন।
৩। ইজতেহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত করন।
৪। সকল সমস্যায় ইসলামকে একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ।
৫। মুসলিম সংহতি দৃঢ় করণ।

যুবসংঘের চারদফা কর্মসূচী :—

১। তাবলীগ বা প্রচার
২। তানবীম বা সংগঠন।
৩। তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ।
৪। তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার।

অতএব—আমরা চাই,

এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ। থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

www.ahlehadeethbd.org

।। সু-সংবাদ ।।

নিখাদ তাওহীদের সন্ধানে – কুরআন ও সহীহ হাদীছ-নির্ভর একক সাহসিক প্রকাশনা মাসিক **"সালাফী"** পড়ুন। আজই আপনি গ্রাহক হোন – এ অনন্য উদ্যোগে এগিয়ে আসুন।

০ কমিশন এজেন্ট নিয়োগ করা হচ্ছে। আগ্রহী হ'লে সত্বর যোগাযোগ করুন।

০ "সালাফী" পারঙ্গম সাহসী লেখকদের সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশে যত্নবান। কলমী চিত্রাংকনে এগিয়ে আসুন। তাওহীদের সন্ধানী হোন।

যোগাযোগ :

মাওঃ আরীফ পাবলিকেশন্স, ২২৩/৩, বংশাল নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা-১১০০

www.ahlehadeethbd.org